সর্বতোমুখী রবীন্দ্রনাথ

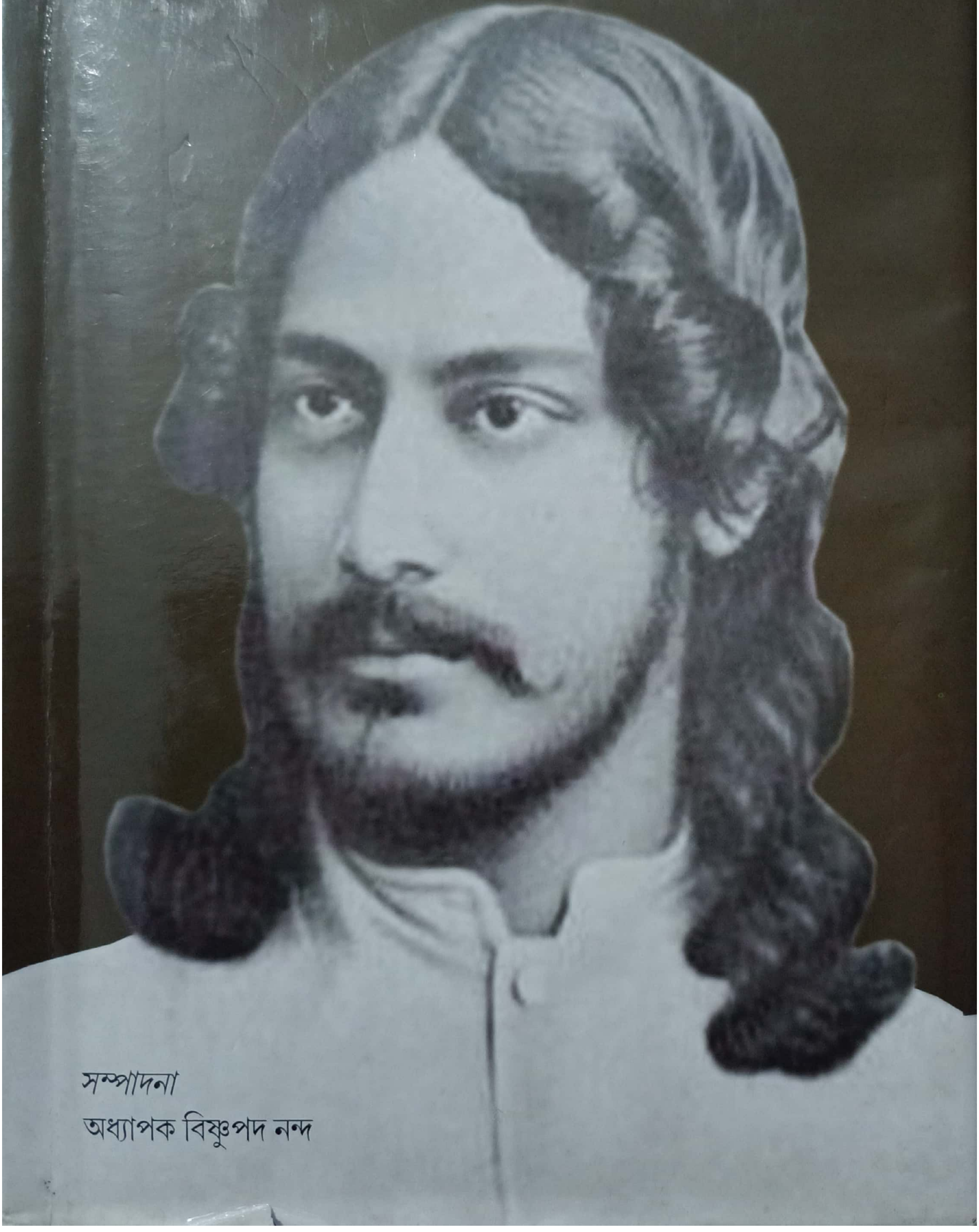

সম্পাদনা

অধ্যাপক বিষ্ণুপদ নন্দ

Scanned with OKEN Scanner

সর্বতোমুখী রবীন্দ্রনাথ

সম্পাদক
অধ্যাপক বিষ্ণুপদ নন্দ

সম্পাদকমণ্ডলী
ড. মুক্তিপদ সিনহা, ড. দেবাশীষ মৃধা,
ড. ললিত ললিতাভ মহাকুড়, ড. সমীর চক্রবর্ত্তী,
ড. মায়া গুপ্তা, শ্রীমতী সোমা দত্ত, শ্রীমতী অন্তরা মিত্র

শিক্ষা বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

প্রতাপচন্দ্র কলেজ অফ এডুকেশন

Scanned with OKEN Scanner

বিবিধ প্রসঙ্গ: বিষয়: সর্বতোমুখী রবীন্দ্রনাথ

Sarbatomukhi Rabindranath

ISBN : 978-93-83660-55-1

প্রকাশকাল : ৯ অগ্রহায়ণ, ১৪২৬
নভেম্বর ২৬, ২০১৯

প্রকাশক : রেজিস্ট্রার, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

আর্থিক সহযোগীতা : প্রতাপচন্দ্র কলেজ অফ এডুকেশন

প্রচ্ছদ ঃ ট্রেড কন্

মুদ্রক : ট্রেড কন্ (৯১২৩০১৮৭৬৬)

প্রাপ্তিস্থান : শিক্ষাবিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

মূল্য : ৯৯৯.০০ টাকা

Scanned with OKEN Scanner

২৯ রবীন্দ্রনাথ এক তীর্থ দর্শন
পতিতপাবন কর ৩০৫
৩০ ঠাকুর বাড়ির সাজগোজ- রূপচর্চা
অমল কান্তি পাণ্ডে ৩১৪
৩১ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রেক্ষিতে
জাহান আলি পুরকাইত ৩১৯
৩২ রাগ-রাগিণী ও রবীন্দ্রনাথ
শ্রেয়া সেন ৩২৮
৩৩ রবীন্দ্রনাথের ঋতু-প্রকৃতির গান ও রাগসংগীতের সময়তত্ত্ব
শম্পা মিশ্র ৩৪১
৩৪ প্রসঙ্গ— কয়েকটি রবিগান এর প্রেক্ষিত
বিদ্যুৎ কান্তি চৌধুরী ৩৭০
৩৫ সঙ্গীত সৃজনে রবীন্দ্রনাথ
তারা প্রামাণিক ৩৭৯
৩৬ শিলাইদহ পর্বে রবীন্দ্র ছোটগল্প: নিসর্গ ও মানুষ
স্বপন কুমার আশ ৩৯০
৩৭ ছোট গল্পের নারী চরিত্র- চিত্রায়নে রবীন্দ্রনাথ
সুপর্ণা সরকার ও বিশ্বজিৎ সরকার ৩৯৮
৩৮ কিশোর পাঠ/ ব্যাকরণ চর্চায় রবীন্দ্রনাথ
সুবিমল মিশ্র ৪০৩
৩৯ রাবীন্দ্রিক সনেট
মনোতোষ দাশগুপ্ত ৪১৭
৪০ আধুনিকতার আলোকে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা ও নারীভাবনা
সোমনাথ রায় ৪৩৬
৪১ রবীন্দ্র ভাবনায় বর্তমান শিক্ষা-সংস্কৃতি
মধুমিতা দাস ৪৪২
৪২ রবীন্দ্রচেতনায় বিজ্ঞান
সোমা অধিকারী ৪৪৬
৪৩ রবীন্দ্রসাহিত্যে ইকোফেমিনিজম (Eco- feminism): রক্তকরবী
অদিতি মুখোপাধ্যায় ৪৫১

Scanned with OKEN Scanner

রবীন্দ্রচেতনায় বিজ্ঞান

সোমা অধিকারী

'আকাশ ভরা সূর্য তারা বিশ্বভরা প্রাণ,
তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান'—

রবীন্দ্রনাথের এই অনন্ত জিজ্ঞাসা— একজন বিজ্ঞানীরও জিজ্ঞাসা। একবিংশ শতাব্দীতে আজ আমরা এসে পৌঁছেছি। আজ বিজ্ঞান অভাবণীয়রূপে এগিয়ে গেছে। ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথের জন্মের পর দেড়শ বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে। স্বাভাবিকভাবে তাই প্রশ্ন আসে- রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞান সম্বন্ধে কী ভাবতেন? তাঁর চিন্তা ও চেতনায় কি বিজ্ঞানের স্থান ছিল? তিনি কী শুধুই কবি-বিশ্বকবি? উত্তরে বলা যেতে পারে, তাঁর কবিসত্তার সঙ্গে বিজ্ঞানের কোনো দ্বন্দ্ব ছিল না, বরং একে অপরের সম্পর্ক ছিল সম্পৃক্ত।

বিজ্ঞানের আর্বিভাব আগে, পরে শিল্প। মানুষ যখন আত্মরক্ষার ব্যাপারে নিজেকে কিছুটা সুস্থির করার চেষ্টা করেছে তখন তার মনে সুখের কথা উদিত হয়েছে। বিজ্ঞানের দুই মূর্তি- একটি হল আটপৌরে, অন্যটি হল সৌখিন। যেখানে যন্ত্রের সাহায্যে মানুষ অভাব মোচনের চেষ্টায় নিযুক্ত হয়েছে সেখানে সে আটপৌরে, আর যেখানে দায়মুক্ত হয়ে বিশ্ব রহস্য উদ্‌ঘাটনের প্রচেষ্টা সেখানে সে সৌখিন, কল্পনাবিলাসী। কাব্য ও বিজ্ঞান সেখানে যমজ সন্তান। নিউটন, শেক্‌সপিয়ার, আইনস্টাইন, রবীন্দ্রনাথ একই কল্পনা রাজ্যের অধিবাসী। যথার্থ কবি যেমন দার্শনিক, যথার্থ বিজ্ঞানীও তেমনি দার্শনিক। উভয়েরই কল্পনা যেমন অভ্রভেদি তেমনি অতলস্পর্শী। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন— 'কবিতা, বিজ্ঞান ও দর্শন ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়া চলিতেছে, কিন্তু একই জায়গায় আসিয়া মিলিবে।'

রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞান সাধক ছিলেন না সে কথা বলা বাহুল্য, কিন্তু শৈশব থেকেই একটি বিজ্ঞানের মেজাজ তাঁর মধ্যে গড়ে উঠেছিল। এ কাজে সহায়তা করেছেন তাঁর পিতৃদেব। দেবেন্দ্রনাথ আপন পরিবারে যে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলেন, তার মধ্যেও বিজ্ঞান একটি বিশিষ্ট স্থান পেয়েছিল। তাঁর পাঠ্যসূচীর মধ্যে ছিল কাব্য-সাহিত্য, পাটীগণিত, বীজগণিত, রেখাগণিত এবং প্রকৃতি বিজ্ঞান। সীতানাথ দত্ত নামে একজন শিক্ষক মাঝে মাঝে আসতেন বিজ্ঞানের তত্ত্ব হাতে কলমে শেখাবার জন্য। মেডিক্যাল কলেজের একজন ছাত্র আসতেন শরীরের হাড় চেনাবার বিদ্যা শেখানোর জন্য। তাঁর পাশের ঘরে একটি কঙ্কাল যে সারাক্ষন ঝুলত একথা তিনি অক্ষয়কুমার দত্তের 'তত্ত্ব বোধিনী'

Scanned with OKEN Scanner